যুগান্তর

তারিখ 17 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আজ ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

যুগান্তর রিপোর্ট

আজ ছাত্রদলের ২৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।

ছাত্রদল : পৃষ্ঠা : ১০ কলাম : ২

ছাত্রদল : প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১৯৭৯ সালের এ দিনে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শিক্ষা-ঐক্য-প্রগতির মূলমন্ত্রে ছাত্রদল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার দুই যুগে আন্দোলন-সংগ্রামের দীর্ঘ পথ মাড়িয়ে ছাত্রদল এখন দেশের বৃহত্তম ছাত্র সংগঠনে পরিণত হয়েছে। ছাত্রদলের এবারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অন্য সময়ের চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। আজ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের সঙ্গে শেষ হচ্ছে সংগঠনের বর্তমান আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদ। আজই ঘোষিত হতে পারে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি। নেতাকর্মীরা উন্মুখ হয়ে আছেন ছাত্রদলের নতুন নেতৃত্বের ঘোষণা শোনার জন্য। ছাত্রদলের সাংগঠনিক নেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত সোমবার ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের জানিয়ে দিয়েছেন, বিএনপির প্রথম যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান গত তিন মাস ধরে পুনরুজ্জীবিত ছাত্রদলকে দেখাশোনা করছেন, তিনিই ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু তারেক রহমান এখন মালয়েশিয়ায় অবস্থান করার কারণে নেতাকর্মীরা নানারকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন। তিনি কুয়ালালামপুর থেকে নতুন কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেবেন, নাকি দেশে ফেরার পর নতুন কমিটি গঠন করবেন তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। ধারণা করা হচ্ছে, আজই তিনি দলীয় চেয়ারপারসনের সঙ্গে পরামর্শ করে রাতে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান ৩ বা ৫টি পদে নতুন নেতৃত্বের নাম ঘোষণা করবেন। কারণ গত সেপ্টেম্বরে ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণার সময় তিনি এ কমিটির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সারাদেশে সাবেক ও বর্তমান কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে সাংগঠনিক সফরের পর সম্মেলন ও কাউন্সিলের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। সবশেষে কক্সবাজারে জেলা সম্মেলন এবং সারাদেশের নবনির্বাচিত নেতাদের নিয়ে সেন্টমার্টিনে সম্মিলন ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ছাত্রদল আজ ভোর ৬টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করবে। সকাল ৯টায় নেতাকর্মীরা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার জেয়ারত, সকাল ১০টায় রমনা পার্কের শতায়ু অঙ্গনে আলোচনা সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করবেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন। বিশেষ অতিথি থাকবেন বিএনপির মহাসচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া। দলের ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমানসহ বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও ছাত্রদলের সাবেক নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করবেন।

ছাত্রদলের নেতৃত্বে কে আসছেন- এ নিয়ে নেতাকর্মীদের আলোচনার পাশাপাশি নেতৃত্ব প্রত্যাশীরা গত ক'দিন ধরে জোর লবিং-তদবির চালিয়ে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত সবার চোখ হাওয়া ভবনের দিকে। সোমবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহাবুদ্দিন লাল্টু এবং যুগ্ম আহ্বায়ক এবিএম মোশাররফ হোসেন, মনির হোসেন ও আজিজুল বারী হেলালের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি তাদের কাছ থেকে ছাত্রদলের গত তিন মাসের কার্যক্রমের সাংগঠনিক রিপোর্ট নিয়েছেন। তিনি ছাত্রদলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্যান্য অঙ্গসংগঠন ঢেলে সাজানো এবং ছাত্রনেতাদের হাতে অঙ্গসংগঠনের দায়িত্ব তুলে দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান এবং ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ও হাওয়া ভবনে তারেক রহমানের বিশেষ সহযোগী রাকিবুল ইসলাম বকুল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, কাউন্সিল হচ্ছে না জেনে ছাত্রদলের নেতৃত্ব পেতে এখন আর কোন প্রার্থী নেই। তবে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদের প্রত্যাশী অনেকেই। সংশ্লিষ্ট সূত্র আভাস দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের লড়াই ছাত্রদলের বর্তমান আহ্বায়ক কমিটির শীর্ষ চার নেতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

আহ্বায়ক সাহাবুদ্দিন লাল্টু, যুগ্ম আহ্বায়ক এবিএম মোশাররফ হোসেন ও মনির হোসেন তিনজনই সভাপতি প্রার্থী। সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী যুগ্ম আহ্বায়ক আজিজুল বারী হেলালসহ অনেকে। এ চারজনের দু'জনকে রেখে দু'জনকে বিদায় করে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও প্রথম যুগ্ম সম্পাদকের পদে প্রার্থীদের মধ্যে আছেন সুলতান সালাহ উদ্দিন টুকু, শফিউল বারী বাবু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, আবদুল বারী ড্যানি, ফরহাদ হোসেন আজাদ, হারুনুর রশিদ হারুন প্রমুখ। কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বর্তমান আহ্বায়ক শফিউল বারী বাবুকে সভাপতি করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম আলিম বা আসাদুজ্জামান আসাদ সাধারণ সম্পাদক হবেন। বাবুকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে দেয়া হলে আলিম, আসাদ ও কেন্দ্রীয় সদস্য হাসান মামুন- এ তিনজনের দু'জন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হতে পারেন। অপেক্ষাকৃত জুনিয়রদের মধ্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক সম্পাদক করা হতে পারে। কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় ছাত্রত্ব থাকাকে অনিবার্য শর্ত ধরা হবে বলে জানা গেছে।